ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মনজুর ই খোদা

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর-ই-খোদা
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন তথ্যদাতাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান ও সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৯২ ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে মূলত শ্রম অভিবাসীর যোগানদাতা হিসেবে পরিচিত হলেও, বাংলাদেশেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী নাগরিক কাজ করে এবং একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও বড় অংকের রেমিটেন্স বাইরে পাঠানো হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রায় ৫ হতে ১০ লক্ষ বিদেশী কর্মী কর্মরত রয়েছে, এবং প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী তারা প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে বৈধ ও অবৈধ পথে প্রায় ৫ হতে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে থাকে।

১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক ছিল, যা ১৯৮০ এর দশকের প্রথমে তৈরি পোশাক এবং পরবর্তীতে ওষুধ, চামড়া, সার, সিমেন্ট, মোবাইল ফোন, বিদ্যুৎ শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে শিল্প ও সেবা খাতের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়েছে। সত্তরের দশকে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ৪৪%, যা ২০১৮ সালে কমে ১৪% দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে সত্তরের দশকে শিল্পের অবদান ছিল ১১%, যা ২০১৮ সালে বেড়ে ৩৪% উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে শিল্পের বিকাশে মূলত ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব বিভিন্ন নীতিগত প্রণোদনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যা বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের সাথে সাথে বিদেশী কর্মীদেরকেও আকৃষ্ট করে। বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের শুরুর দিকে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি ছিল, যা বিভিন্ন দেশ থেকে সংশ্লিষ্ট খাতের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী দিয়ে পূরণ করা হয়।

অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের যুবদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি (বিশ্বব্যাংক ও আইএলও, ২০১৭), এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্বের হার ৪৭% (ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ২০১৪)। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীরা এদেশের চাকরিপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানে প্রতিযোগিতা বাড়াচ্ছে ও সুযোগ সংকুচিত করছে। প্রায় চার দশক আগে বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের সময় যে বিদেশী কর্মী প্রয়োজনীয় ছিল, বর্তমান পেক্ষাপটে তার প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ। এছাড়া বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বর্তমান গবেষণা পরিচালনা করেছে।

বর্তমান গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- বিদেশীদের কর্মসংস্থানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা, বিদেশীদের কর্মসংস্থানের কারণ, ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা, এবং বিদেশীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বেতন-ভাতা সম্পর্কিত অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। বাংলাদেশে বৈধ ভিসায় আগত বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশী নাগরিক এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। এক্ষত্রে কোনো ধরনের ভিসা ছাড়া অবস্থানরত বিদেশীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করা হয় নি। এছাড়া কূটনীতিক, ধর্মযাজক, গবেষক, ছাত্র, জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠন, এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত বিদেশী নাগরিক এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশীদের যেসব বিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে - বিদেশীদের কর্ম সংশ্লিষ্ট খাত ও ব্যাপ্তি, বিদেশীদের নিয়োগের কারণ ও প্রভাব, বিদেশীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, বিদেশীদের নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের দায়িত্ব ও তাদের সমন্বয়, বিদেশীদের আয়ের পরিমাণ, আয় কর এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ।

বর্তমান গবেষণাটি মূলত একটি গুণবাচক পদ্ধতিনির্ভর গবেষণা। এক্ষত্রে প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কেন্দ্রীয় শুল্ক গোয়েন্দা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানি, আইটি কোম্পানি, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ, তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান, বায়িং হাউস, বেসরকারি হাসপাতাল, আন্তর্জাতিক এনজিও, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাংবাদিকদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বাংলাদেশে বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্য ও দলিল এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিদেশী কর্মীর কর্মসংস্থান: উৎস দেশ এবং খাত

প্রায় ৪৪টির বেশি দেশ থেকে আগত বিদেশীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দেশসমূহ হচ্ছে- ভারত, চীন, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, নরওয়ে ও নাইজেরিয়া। তবে বাংলাদেশে বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের খাত সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।

বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিদেশী কর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে কর্মরতদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিদেশী কর্মী কর্মরত রয়েছে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক এনজিও, চামড়া শিল্প, চিকিৎসা সেবা এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী কর্মরত রয়েছে।

বিদেশী কর্মী নিয়োগের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধনশীল। বিদেশী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীদের বিবেচনায় বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান শিল্পখাতে দ্রুত পরিবর্তনশীল ও হালনাগাদ প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় ও ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন স্থানীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া তৈরি পোশাকখাতে বায়ার ম্যানেজমেন্টের জন্য যোগাযোগ দক্ষতাসম্পন্ন, এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন স্থানীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশী কর্মীর প্রতি স্থানীয় মালিকপক্ষের অকারণ পক্ষপাত রয়েছে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো তাদের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট পদে স্থানীয় জনবলের পরিবর্তে বিদেশী কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে। এছাড়া কারখানা পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে অনীহা রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয়পক্ষ থেকে কৌশলগত পর্যালোচনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক দক্ষ স্থানীয় জনবল নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

বিদেশীদের অবস্থান ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিদেশী নাগরিকদের আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও গাইডলাইন রয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত নিম্নলিখিত আইন, নীতিমালা ও গাইডলাইন উল্লেখযোগ্য-

১) বিদেশী নাগরিক সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬
২) বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধিত), ২০১৫
৩) বাংলাদেশ ভিসা নীতিমালা (সংশোধিত), ২০০৭
৪) বিদেশী নাগরিক নিবন্ধন বিধিমালা, ১৯৬৬
৫) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪
৬) বিনিয়োগ বোর্ড গাইডলাইন, ২০১১

বিদেশী নাগরিক সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদেশী নাগরিকের আগমন, অবস্থান ও প্রস্থান সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার স্বার্থে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ভিসা নীতিমালা (সংশোধিত), ২০০৭ অনুসারে যে সকল দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, সেসব দেশের নাগরিকগণ আগমনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভিসা সংগ্রহ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে। এক্ষেত্রে ভিসা প্রার্থীর পাসপোর্টে ন্যূনতম ৬ মাসের মেয়াদ থাকতে হবে। বাংলাদেশের ভিসা প্রার্থীদের প্রায় ৩৩ ধরনের ভিসা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে কর্মানুমতি প্রার্থী বিদেশী নাগরিকদের প্রাইভেট ইনভেস্টর (পিআই), এমপ্লয়মেন্ট (ই), এনজিও (এন), খেলোয়াড় বা সংস্কৃতি কর্মী (পি) ভিসা সংগ্রহ করতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে ল্যান্ডিং পারমিট (এল পি), ই১ (যন্ত্রপাতি/ সফটওয়্যার স্থাপন), জে (সাংবাদিক), এ৩ (দ্বিপাক্ষিক/ বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত) ভিসাপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিককে কর্মানুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সকল ভিসা ব্যতীত অন্য কোনো ভিসায় কাজ করার নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও, পর্যটক ভিসা ও ভিসা অন অ্যারাইভাল নিয়ে এদেশে বিদেশীরা বিভিন্ন খাতে কাজ করছে।

বিদেশী নাগরিক নিবন্ধন বিধিমালা, ১৯৬৬ অনুসারে বর্তমাানে শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিকদের ৯০ দিনের বেশি অবস্থানের ক্ষেত্রে আগমনের ৭ দিনের মধ্যে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে নিবন্ধিত হতে হয়। তবে কাজের উদ্দেশ্যে আগত সকল বিদেশী নাগরিকের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণের নিমিত্তে এই নিবন্ধন ব্যবস্থা সকল কর্মোপযোগী ভিসার জন্য কার্যকর করা প্রয়োজন।

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধিত), ২০১৫ বিদেশী কর্মীর আয় তার নিজ দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে থাকে। তবে এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, অধিকাংশ বিদেশী নাগরিক আইন অমান্য করে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার করে থাকে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুসারে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের আয়ের ওপর কর হার ৩০ শতাংশ। তবে কূটনীতিক, জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠন এবং দ্বি-পাক্ষিক/ বহুপাক্ষিক চুক্তির অধীন প্রকল্পে কর্মরতদের জন্য কর মওকুফ রয়েছে।

বিনিয়োগ বোর্ড গাইডলাইন, ২০১১ অনুসারে বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানির লিয়াঁজো/শাখা/প্রতিনিধি কার্যালয় স্থাপনে অনুমতি দেওয়া হয়। কোনো বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করার ক্ষেত্রে কর্মানুমতি এই গাইডলাইন অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হয়। এটি অনুযায়ী কূটনীতিক/ ধর্মযাজক/ গবেষক/ ছাত্র/ বহুজাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের "কর্মানুমতি" প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের শিল্প/ বাণিজ্যিক/ শিক্ষা/ ক্রীড়া/ সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানে বিদেশী নাগরিক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বা বিনিয়োগকারী হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থান করে কাজ করার ক্ষেত্রে "কর্মানুমতি" গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এই গাইডলাইন অনুযায়ী বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যতীত বিদেশী নাগরিকের জন্য কর্মানুমতি নিরুৎসাহিত করা হবে। পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য বিদেশী কর্মী নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হবে। এছাড়া, বেতন-ভাতা সম্পর্কিত বিভ্রান্তি পরিহারের লক্ষ্যে এই গাইডলাইনে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিদেশী কর্মীদের পদমর্যাদা অনুসারে ন্যূনতম বেতন কাঠামো একটি মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা রয়েছে। তবে এখানে কর্মানুমতি প্রদানের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। উল্লেখিত বেতন কাঠামো হালনাগাদ নেই। একই ধরনের যোগ্যতার ব্যক্তির জন্য দেশভেদে ভিন্ন বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা রয়েছে, যা বৈষম্যমূলক।

নিচের সারণিতে বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের তালিকা ও তাদের কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ

নং	কর্তৃপক্ষ	দায়িত্ব
১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	বিদেশী কর্মীর আগমন/ কর্মসংস্থান/ প্রত্যাগমন/ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ
২	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি
৩	বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ পুলিশ (এসবি)	নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা
৪	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)	
৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	কর্মানুমতি প্রদান/মেয়াদ বৃদ্ধি করা
৬	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	
৭	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	
৮	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	ছাড়পত্র / কর্মানুমতি প্রদান করা
৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
১০	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ	আয়কর সংগ্রহ/ কর সনদপত্র প্রদান
১১	নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান	বিদেশী কর্মী নিয়োগ

বৈধভাবে বিদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে কোনো বিদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থানের পূর্বশর্ত হচ্ছে কর্মোপযোগী ভিসা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কর্মানুমতি। কোনও প্রতিষ্ঠান বিদেশী নাগরিককে নিয়োগ দিতে চাইলে উক্ত পদে স্থানীয় প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। কেবলমাত্র স্থানীয় যোগ্য প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে বিদেশী নাগরিককে নিয়োগ দেওয়া যায়।

বৈধভাবে বিদেশী নাগরিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রবাহচিত্র

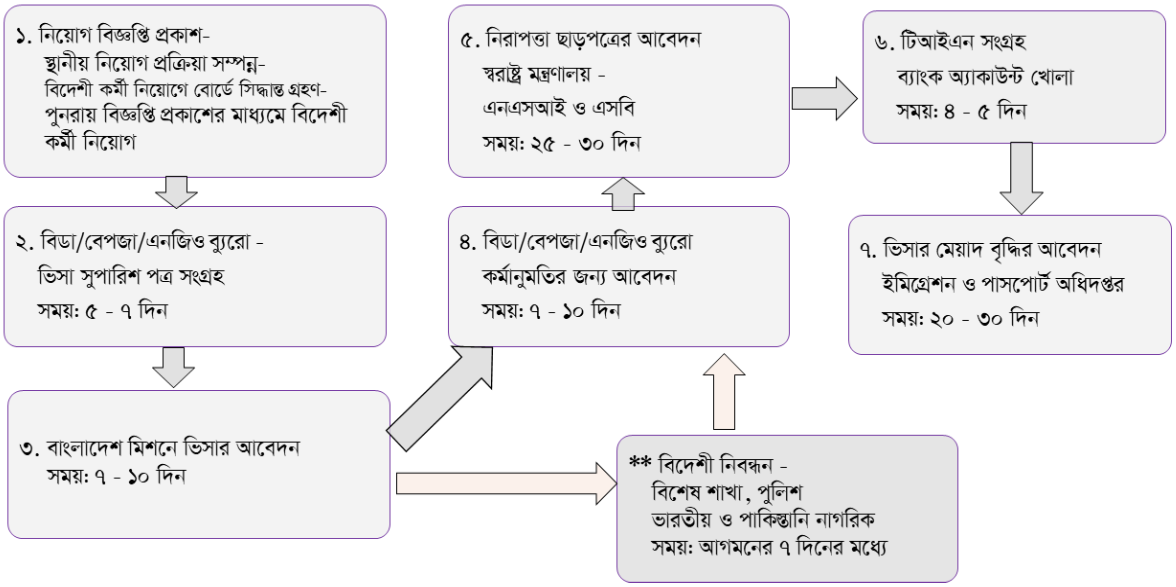

বিদেশী নাগরিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তার ভিসার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ভিসা সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করতে হয়। পরবর্তীতে এই ভিসা সুপারিশ পত্রসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথিপত্র জমা দিয়ে বিদেশী নাগরিকের নিজ দেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশন হতে কর্মোপযোগী ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে হয়। বাংলাদেশে আগমনের পরেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট 'কর্মানুমতি'র জন্য আবেদন করতে হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্রের প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত বিদেশী নাগরিককে নির্ধারিত সময়ের জন্য কর্মানুমতি দেওয়া হয়। কর্মানুমতির মেয়াদ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ভিসার মেয়াদও বৃদ্ধি করে নিতে হয়।

তবে বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, অধিকাংশ বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে আগমন, অবস্থান ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে না। বাংলাদেশে আগমনের মূল উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান হলেও, এক্ষেত্রে তারা সাধারণত ট্যুরিস্ট ভিসা, বা ভিসা অন অ্যারাইভাল, অথবা বিজনেস ভিসায় বাংলাদেশে এসে থাকে। পরবর্তীতে স্থানীয় নিয়োগদাতাদের যোগসাজসে কর্মানুমতি ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগ দেয়। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তারা নিজদেশে বা বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে চলে যায়, এবং পুনরায় একই ধরনের ভিসার জন্য আবেদন করে।

অবৈধভাবে বিদেশী কর্মীর নিয়োগ চক্র

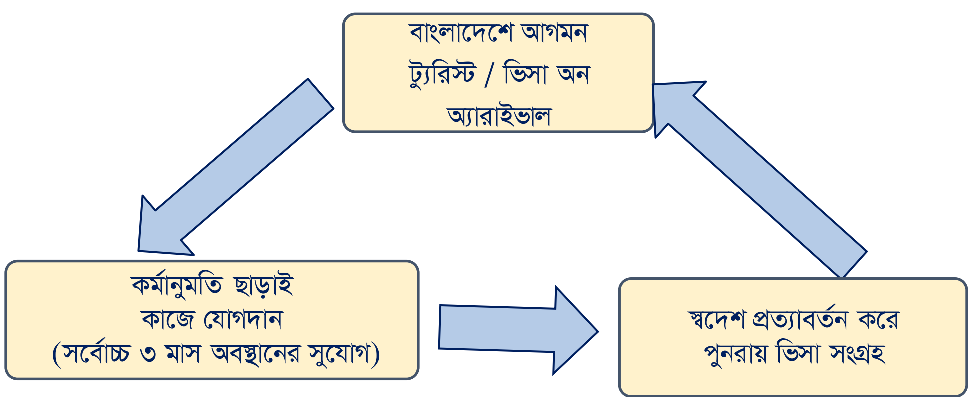

বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

বাংলাদেশে বৈধ প্রক্রিয়ায় বিদেশী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। সাধারণত বিদেশী কর্মী নিয়োগের পূর্বে উক্ত পদে স্থানীয় যোগ্য প্রার্থী খোঁজা হয় না, এবং বিদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে বিদেশী কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত পূর্বনির্ধারিত থাকে। বিডা/ বেপজা/ এনজিও ব্যুরোতে ভিসার সুপারিশ পত্র এবং কর্মানুমতির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদন ব্যবস্থায় সময়ক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভিসার সুপারিশ পত্র এবং কর্মানুমতি দ্রুত পাওয়া যায়। সাধারণত শুধুমাত্র নথি পর্যালোচনার মাধ্যমেই ভিসার সুপারিশ ও কর্মানুমতি দেওয়া হয়, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন বা পরিবীক্ষণ করা হয় না। উভয়ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশী মিশন হতেও ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে ভিসার সুপারিশ পত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াই এমপ্লয়মেন্ট/ বিজনেস ভিসা ইস্যু করার অভিযোগ রয়েছে। কর্মানুমতি প্রদান করার পূর্বশর্ত হিসেবে নিরাপত্তা ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট উভয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ, এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া না হলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। কর্মানুমতি পাওয়ার পর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন

ক্রম	নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের খাত	পরিমাণ (টাকা)
১	ভিসা সুপারিশ পত্র	৫ - ৭ হাজার
২	বিদেশে বাংলাদেশ মিশন হতে ভিসা সংগ্রহ (টি/ই/বি ভিসা)	৪.২৫ - ৮.৫ হাজার
৩	বিদেশী নাগরিক নিবন্ধন (ভারতীয় ও পাকিস্তানি - ৯০ দিনের অধিক অবস্থানের ক্ষেত্রে)	২ - ৩ হাজার
৪	কর্মানুমতির জন্য আবেদন (বিডা/ বেপজা / এনজিও ব্যুরো)	৫ - ৭ হাজার
৫	নিরাপত্তা ছাড়পত্র (এসবি পুলিশ)	৫ - ৭ হাজার
৬	নিরাপত্তা ছাড়পত্র (জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা)	৩ - ৫ হাজার
৭	নিরাপত্তা ছাড়পত্র (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	২ - ৩ হাজার
৮	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি (ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর)	৩ - ৫ হাজার
	***সর্বমোট**	**২৩ - ৩৪ হাজার**

* ভিসা সংগ্রহ ও বিদেশী নাগরিক নিবন্ধনে লেনদেনের পরিমাণ অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি

বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনিয়মের মধ্যে কর ফাঁকি, বিদেশী কর্মী নিয়োগের পূর্ব শর্তসমূহ উপেক্ষা করা, উপযুক্ত ভিসা ও কর্মানুমতি ছাড়াই নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট ভিসা নীতির লঙ্ঘন অন্যতম। বিদেশী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে দেশি -বিদেশী কর্মীর অনুপাত মানা হয় না, এবং একই প্রতিষ্ঠানে একজন বিদেশী কর্মীর সর্বোচ্চ ৫ বছরের বেশি কাজ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয় না। সাধারণত আয় কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে বৈধভাবে কর্মরত বিদেশী কর্মীর বেতন প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্রে প্রকৃত বেতন অপেক্ষা কম প্রদর্শিত হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত বেতনের এক-তৃতীয়াংশ (প্রায় ৩০%) বৈধভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়, এবং বেতনের বাকি অংশ অবৈধভাবে নগদ দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে অবৈধভাবে কর্মরত কর্মীদের শতভাগ বেতন অবৈধভাবে নগদ, অথবা অন্য কোনো দেশের (দুবাই/ সিঙ্গাপুর) ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্মীর নিয়মিত হাতখরচ, আবাসন, পরিবহন ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে বিদেশী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অনিয়ম হচ্ছে ভিসা নীতির সরাসরি লঙ্ঘনের মাধ্যমে কর্মোপযোগী ভিসা ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান। এক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থী বিদেশী নাগরিক সাধারণত ট্যুরিস্ট ভিসা, বা ভিসা অন অ্যারাইভাল নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে কর্মানুমতি ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগ দেয়। এসকল প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্রে বিদেশী কর্মীর কোনো উল্লেখ থাকে না, তাদের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।

বিদেশী কর্মীর কর ফাঁকি - বেতন কম দেখানো (২০১৮-১৯ অর্থবছর)

কর অঞ্চল-১১ তে কর দেওয়া বিদেশী কর্মীর সংখ্যা	৯৫০০ জন
প্রদত্ত আয় করের মোট পরিমাণ (৩০%)	১৮১ কোটি টাকা
সকল বিদেশী কর্মীর প্রদর্শিত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ	৬০৩ কোটি টাকা
বিদেশী কর্মী প্রতি গড় মাসিক বেতন	৫৩ হাজার টাকা ৬০০ ডলার

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর অঞ্চল ১১- তে মোট ৯৫০০ জন বিদেশী কর্মী আয় কর প্রদান করে, যার সর্বমোট পরিমাণ ছিল ১৮১ কোটি টাকা। মোট আয়ের ৩০% আয় কর হিসেবে উক্ত অর্থ বছরে বিদেশী কর্মীদের মোট আয়ের পরিমাণ হয় ৬০৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ এই সকল বিদেশী কর্মীর মাসিক গড় বেতন হয় ৫৩ হাজার টাকা বা ৬০০ ডলার। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিদেশী কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক গড় আয় ১৫০০ ডলার বা ১৩০ হাজার টাকা। প্রদত্ত আয় করের পরিমাণ থেকে প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী বিদেশী কর্মীদের গড় মাসিক বেতনের পরিমাণ প্রমাণ করে, কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে বৈধ প্রক্রিয়ায় কর্মরত বিদেশী কর্মীদের প্রকৃত বেতন গোপন করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম বেতন প্রদর্শিত হয়।

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীসংখ্যা সংক্রান্ত বিতর্ক

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নলিখিত সারণিতে দেখা যায়, বিভিন্ন গণ মাধ্যমে সর্বনিম্ন ২ লক্ষ হতে সর্বোচ্চ ১২.৬ লক্ষ বিদেশী কর্মীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে, সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীর সংখ্যা মাত্র ৮৫,৪৮৬ জন।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ইস্যুকৃত কর্মোপযোগী ভিসার সংখ্যা, ২০১৮

ভিসার ধরন	সংখ্যা
বি (ব্যবসায়ী)	৯,৬৬১
এ৩ (দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত)	৩,৫৭৮
ই (এমপ্লয়মেন্ট)	১৮,০২৮
ই১ (যন্ত্রপাতি স্থাপন)	৬৯৫
এন (এনজিও)	৫৪৪
পি (খেলোয়াড় বা সংস্কৃতি কর্মী)	৫৫
পিআই (প্রাইভেট ইনভেস্টর)	৬৪৯
আর (গবেষক)	১৯৫
মোট (ব্যবসায়ী বাদে)	২৩,৭৪৪
মোট (ব্যবসায়ীসহ)	৩৩,৪০৫

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মানুমতির সংখ্যা, ২০১৮

কর্তৃপক্ষ	কর্মানুমতি সংখ্যা (নতুন ও নবায়নকৃত)
বিডা	৯,১৪৫
বেপজা	১,৭৩৯
এনজিও ব্যুরো	২৯৬
মোট	**১১,১৮০**

২০১৮ সালে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কার্যালয় হতে প্রদত্ত কর্মোপযোগী ভিসার মোট সংখ্যা ছিল ৩৩,৪০৫ টি। অপরদিকে ২০১৮ সালে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মোট কর্মানুমতির সংখ্যা ১১,১৮০টি, যা মোট কর্মোপযোগী ভিসার সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। এক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্মোপযোগী ভিসার সংখ্যার সাথে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মানুমতির সংখ্যার সমন্বয় নেই।

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধ প্রক্রিয়ায় কর্মরত মোট বিদেশী কর্মীর সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে- বাংলাদেশে কর্মরত সকল বিদেশী নাগরিক ভিসা নিয়ে অবস্থান করে। তবে অনেকেই যথাযথ কর্মানুমতি নিয়ে কাজ করেন না। যারা কর্মানুমতি ছাড়া কাজ করেন তারা মূলত পর্যটক ভিসা বা ভিসা অন অ্যারাইভাল নিয়ে অবস্থান করেন, যার মেয়াদ সর্বোচ্চ তিনমাস। এক্ষেত্রে প্রতি তিনমাস পর পর তারা নিজদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় পর্যটক ভিসা বা ভিসা অন অ্যারাইভাল নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে আগত পর্যটকের মধ্যে ন্যূনতম ৫০% কাজের উদ্দেশ্যে আসে। সেক্ষেত্রে ২০১৮ সালে পর্যটক ভিসার সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ (প্রাক্কলিত), এর ন্যূনতম ৫০% অর্থাৎ প্রায় ৪ লক্ষ ভিসা নিয়ে বিদেশী নাগরিক প্রকৃতপক্ষে কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিল। ভিসার সর্বোচ্চ মেয়াদ ৩ মাস হওয়ায় বছরে একজন বিদেশীকে (৪/৩/২/১) বা গড়ে ২.৫ বার ভিসা নিতে হয়। এ হিসাবে ২০১৮ সালে পর্যটক ভিসায় অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশী নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১.৬ লক্ষ। অপরদিকে বৈধভাবে কর্মরত বিদেশী নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ০.৯ লক্ষ বিবেচনায়, বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত সম্ভাব্য মোট বিদেশী কর্মীর সংখ্যা ন্যূনতম ২.৫ লক্ষ।

বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ প্রাক্কলন

বাংলাদেশ হতে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত রেমিটেন্সের মোট পরিমাণ সংক্রান্ত কোনো নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের অনুমাননির্ভর ও প্রশ্নবিদ্ধ তথ্য প্রচলিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র	প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ	মন্তব্য
বিভিন্ন গণমাধ্যম	৫ - ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী (৮ অক্টোবর ২০১৭)	৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
সাবেক অর্থমন্ত্রী (১৩ মে ২০১৮)	৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
বিশ্ব ব্যাংক (২০১৭)	২.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
বাংলাদেশ ব্যাংক (২০১৭-১৮)	৪৬.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ উপায়ে প্রেরিত ওয়েজ রেমিটেন্স

উপরোক্ত সারণি অনুযায়ী, বাংলাদেশ হতে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত মোট বৈদেশিক আয়ের পরিমাণ ২.১১ বিলিয়ন ডলার হতে সর্বোচ্চ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রমতে, বাংলাদেশ হতে বৈধ উপায়ে প্রেরিত ওয়েজ রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ৪৬.৬ মিলিয়ন ডলার মাত্র।

বর্তমান গবেষণায় বিদেশী কর্মীর সংখ্যার প্রাক্কলনের সাথে সাথে বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যুনতম রেমিটেন্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের মতানুসারে, বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিদেশী কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক আয় ১.৫ হাজার মার্কিন ডলার হিসাব করা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশে কর্মরত মোট বিদেশী কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে ২.৫ লক্ষ। এই হিসাবে বিদেশী কর্মীদের ন্যূনতম মোট বার্ষিক আয় ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট আয়ের ৩০% স্থানীয় ব্যক্তিগত ব্যয় হিসাবে, অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম মোট বার্ষিক রেমিটেন্সের পরিমাণ প্রায় ৩.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম রেমিটেন্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণের প্রাক্কলন উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম রেমিটেন্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (প্রাক্কলন)

বাংলাদেশে কর্মরত মোট বিদেশী কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা	২.৫ লক্ষ জন (প্রাক্কলিত)
বিদেশী কর্মী প্রতি ন্যূনতম গড় মাসিক বেতন	১.৫ হাজার মার্কিন ডলার
বিদেশী কর্মীদের ন্যূনতম মোট বার্ষিক আয়	৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম বার্ষিক রেমিটেন্সের পরিমাণ (৩০% স্থানীয় ব্যয় বাদ দিয়ে)	মোট ৩.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়) (বৈধভাবে ০.০৪৬ বি. মার্কিন ডলার + অবৈধভাবে ৩.১ বি. মার্কিন ডলার) ২৬.৪ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)*
ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ - ৩০% আয়কর	১.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়) ১২ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)

* ১ মার্কিন ডলার = ৮৫ টাকা বিনিময় মূল্য হিসাবে প্রাক্কলিত

উপরোক্ত সারণি অনুসারে, বাংলাদেশ হতে প্রায় ২.৫ লক্ষ বিদেশী কর্মী বছরে ন্যূনতম প্রায় ৩.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৬.৪ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করে। অন্যদিকে, প্রকৃত বার্ষিক আয় গোপনের মাধ্যমে এবং অবৈধভাবে বিদেশে পাচারের কারণে বাংলাদেশ সরকারের ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১২ হাজার কোটি টাকা।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশী কর্মীর সংখ্যা, দেশ থেকে অবৈধভাবে পাঠানো রেমিটেন্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে বিদেশী কর্মী নিয়োগে কোনো সমন্বিত ও কার্যকর কৌশলগত নীতিমালা নেই। বাংলাদেশে বিদেশী কর্মী নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই, ফলে এসব বিদেশী কর্মী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়হীনতা লক্ষণীয়। মাঠ পর্যায়ে বিদেশী কর্মীর বৈধতা পরীক্ষণ ও নজরদারিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর তৎপরতা অনুপস্থিত। বিদেশী কর্মীর আগমন, প্রত্যাগমন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আংশিকভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ লক্ষণীয়, এবং বিভিন্ন স্তরে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

বিদেশী কর্মী নিয়োগের ফলে স্থানীয় প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং নির্দিষ্ট পদে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। অনেকক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় বিদেশী কর্মী নিয়োগের কারণে বেতন-ভাতা বাবদ রাষ্ট্রের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। বিদেশী কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা ও অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিটেন্সের পরিমাণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য নেই। বর্তমান গবেষণার

প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা প্রায় ২.৫ লক্ষ, অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিটেন্সের ন্যূনতম বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ২৬.৪ হাজার কোটি টাকা, এবং কর ফাঁকির কারণে ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা।

সুপারিশ

১) বাংলাদেশে বিদেশী কর্মীর নিয়োগে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি সমন্বিত কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২) বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের সকল তথ্য কার্যকর উপায়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুবিধার্থে সকল আগমন ও প্রত্যাগমন পথে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে হবে, এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ থাকতে হবে। এক্ষত্রে-

ক. বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে প্রতি মাসেই ইস্যুকৃত ভিসার শ্রেণি অনুযায়ী বিবরণী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে;

খ. বাংলাদেশের 'পোর্ট অব এন্ট্রি', যেমন বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে অবস্থিত ইমিগ্রেশন অফিসকে বিদেশীদের আগমন ও নির্গমন তালিকা প্রতিমাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং

গ. 'ভিসা অন অ্যারাইভাল' সংখ্যা সমন্বয়ের জন্য দূতাবাস প্রেরিত তালিকা এবং বিমান বা স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন অফিস প্রেরিত তালিকার সমন্বয় করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক আগত সকল বিদেশীর একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৩) বিদেশী কর্মীদের ভিসা সুপারিশ পত্র, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, কর্মানুমতি এবং ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪) বিদেশী কর্মীদের ন্যূনতম বেতন সীমা হালনাগাদ করতে হবে।

৫) বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি মিশনে ভিসা প্রদানে অনিয়ম বন্ধ করতে হবে - মেশিন রিডেবল ভিসা ব্যতীত অন্যান্য প্রক্রিয়ায় ভিসা (সিল) প্রদান বন্ধ করতে হবে।

৬) বিদেশী কর্মীদের তথ্যানুসন্ধানে বিভিন্ন অফিস/ কারখানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিডা ও পুলিশের বিশেষ শাখার সমন্বয়ে নিয়মিত যৌথ টাস্কফোর্স কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

৭) খাতভিত্তিক বিদেশী কর্মীর চাহিদা নিরূপণ করতে হবে, এক্ষেত্রে বিদেশী কর্মী নিয়োগের পূর্ব শর্তসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।

৮) শিল্পখাতের বিকাশের সুফল গ্রহণে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৯) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতভিত্তিক স্থানীয় মানবসম্পদের দক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নয়নে নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।